মাতৃ আবাহন

সুমন কুমার চক্রবর্তী

আবার আসছে শরৎকাল বাঙালীর প্রিয় আনন্দের ঋতু। মাতৃ বন্দনার সময়। আমাদের মাঁ যে বড় ভক্তবৎসল। যে যেভাবে ডাকে,মাঁ তার ডাকে সাড়া দেন।

শরণাগত দিনার্ত পরিত্রান পরায়নে.....

দেবী মা তার শরণাগত দীন , আর্তজনের পরিত্রান পরায়না অর্থাৎ মুক্তিদায়ীনী এবং সকলের দুঃখহারীনী। মা তার সন্তানকে অন্তরে ধারন করেন , জন্ম দেন ও পালন করেন। সব সময় সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন। এই জ্ঞানদায়ী , জীবনদাত্রী মাঁ আমাদের সকলের লক্ষ্য , সকলের পথ। দেবতারাও মাহামায়ার স্তবে তাহার নিকট পার্থনা করেছেন-

ধামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরানাম

ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি

অর্থাৎ তোমার আশ্রয়ে আশ্রিত মানবগনের বিপদ থাকে না। তোমাকে যারা আশ্রয় করে থাকে তাঁহারা সকলের আশ্রয় স্বরূপ হয়।

সন্তানের কাছে মা সবচাইতে আপনজন। মা'র কাছে আবদার করা চলে, জোর করা চলে, মান অভিমান করা যায়। মা'র কাছে যে সন্তান যেরূপ আবদার করে, যা প্রার্থনা করে, তাই পায়। মহামায়া দেবী মা আমাদের সেরকমই সকল প্রার্থনা পূর্ন করেন। দেবী আহ্বান করে, নিষ্ঠা ভরে আরাধনা করলে দেবী অবশ্যই সাধককে তার অভীষ্ট বড় প্রদান করেন।

সাইসাচিতা চ বিজ্ঞানাং তুস্টা ঋদ্বিং প্রযচ্ছতি।

অশিবকারী দানবশক্তি বার বার দেবশক্তিকে পরাজিত করে , জগতের উপর আধিপাত্য বিস্তার করেছে। এই অসুররা অধিকাংশ সময়ই দেখা গেছে কোন না কোন দেবতার বলে বলীয়ান হয়েই কিন্তু আবার অন্যান্য দেবতাদের পরাস্ত করেছে। দেবতারা বার বার দেবী মহামায়ার শরণাপন্ন হয়েছেন। দেবস্তুতিতে প্রসন্ন দেবী ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেবতাদের সামনে আবির্ভুত হয়েছেন। দেবতাদের রক্ষা করেছেন। অশুভ শক্তির বিনাশ করে আবার শুভশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। দেবীর আহ্বানে , দেবীর স্তবে, দেবীর পূজায় প্রসন্ন হয়ে দেবী আবির্ভুত হয়েছেন। শুভশক্তির পুনঃস্থাপিত হলেও তা কিন্তু বেশি দিন থাকেনি। শ্রী শ্রীচন্ডীতে , বিভিন্ন পুরান বর্ণিত ঘটনাবলী তারই সাক্ষ্য বহন করে ও বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। মায়ের বোধ হয় তাই ইচ্ছে।

শ্রী শ্রী চন্ডীতে আছে মধু কৈটভের কথা , যুগান্তরে শুম্ভ - নিশুম্ভ, প্রতিবারই দেবতারা পরাজিত হয়ে দেবীর শরণাপন্ন। আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেবীর আবির্ভাব। শুম্ভ নিশুম্ভ অসুর বধের পরে বিপদ মুক্ত দেবতারা কৃতজ্ঞ চিত্তে প্রার্থনা পূর্বক বর চেয়েছিলেন - হে দেবী, স্মরণ মাত্রেই আপনি যেভাবে অসুরনাশ করে আমাদের ত্রাণ করেছেন ,

দেবলোক বিনাশ থেকে রক্ষা পেয়েছে , ভবিষ্যতেও আপনি সর্বদা শত্রু ভয় থেকে আমাদের রক্ষা করবেন ইত্যাদি।

= ইথং যদা যদা বাধা দানবোথা ভবিষ্যতি।

তদা তদার্বতীর্থার্হং করিষ্যাম্যারিংসংক্ষয়ম।।

অর্থাৎ যখন যখনই এরকম কোন দানবের প্রাদুর্ভাব তোমাদের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হবে, তখনই আমি আবির্ভূতা হয়ে তোমাদের শত্রুদের বিনাশ করবো।।

কিন্তু একটা কথা এখানে উলেক্ষ্য দেবতা ও অসুর দুই ই মায়ের সৃষ্টি।

কে বলে স্বর্গ? কে বলে নরক? কে বলে তা বহুদুর, মানুষেরই মাঝে সুরাসুর।।

স্বার্থ ভোগ প্রমত্ত অসুরী বৃত্তির অধিক প্রভাব আমাদের বিপথগামী করে তোলে। দেবী মা তাদের আসুরীক প্রবৃত্তির বিনাশ করে ও দৈবী স্বত্বায় ফিরিয়ে আনেন। এইখানে লক্ষনীয় যে মায়ের অসুরনিধন যুদ্ধেও দেখা যায় যে মাঁয়ের চিত্তে সমরনিষ্ঠুরতার সঙ্গেও কৃপা মিশ্রিত। নিষ্ঠুরতার সঙ্গে কৃপার অপূর্ব সংমিশ্রন। এইখানে দেবীমার বিশ্বমাতৃত্ব নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত।

দেবী আহ্বানে বিশেষ কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকের বাংলা অনুবাদ করলে যা দাড়ায় -

-হে দেবী, তুমি পুরুষ কি নারী তা তো বিচার করে বুঝতে পারলাম না। তুমি সগুনা কি নির্গুনা তা বুঝতে পারলাম না। বেশী বিচার করে কাজ নেই। তুমি যাই হও না কেন, তুমি যে সনাতন, জীবন্ত ও জাগ্রত, এতে কোন এতটুকু সন্দেহ মাত্র নেই। তাই আমি আমার হৃদয়ে সর্বস্ব আবেগ দিয়ে তোমাকে প্রনাম করি। আর এই প্রার্থনা করি, অন্তিম সময়ে প্রানের সকল ভালবাসা যেন তুমাতেই অচলা রাখতে পারি।

বাঙালীর ঘরে ঘরে দেবী জগৎ জননী তিনদিন থাকেন।

পিতৃগৃহে কন্যারূপে মূলত মাঁ বিরাজ করেন। মেয়েরা বাপের বাড়িতে এলে যেমন আনন্দ হয়, তেমনই আনন্দ বাংলার ঘরে ঘরে। তবে এই কথাটা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এই মাতৃবন্দনা একে বারেই বাঙালীর নিজস্ব ঘরানা , এই রীতি একেবারেই নিজস্ব।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বা প্রদেশে দেবী দুর্গার আহ্বান ও আরাধনা হয়ে থাকে।তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন নামে দুর্গাদেবীর আহ্বান ও আরাধনা হয়ে থাকে। হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী , দ্বারকাপুরী/বেলুচিস্থানের হিংলাজ থেকে পুরী পর্যন্ত সব স্থানেই শারদীয় পূজা বা নবরাত্রি উৎসব পালিত হয়ে থাকে।

শহরে শহরে/ গ্রামে গ্রামে দিনেদিনে শারদীয় পূজার সংখ্যা বেড়েই চলছে।

মায়ের মূর্ত্তি গড়তে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে। আর্ট /দেখনদারিত্বে সর্বভয়হারিনী /সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ীনি জগৎ জননী কোথায় যেন একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে। শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলতেন-

প্রতিমায় মায়ের আবির্ভাব হতে গেলে তিনটি জিনিসের দরকার-১ম -পূজারীর ভক্তি, ২য়- প্রতিমা সর্বাঙ্গঁ সুন্দর হওয়া চাই ও ৩য় -গৃহস্বামীর ভক্তি। এই তিনটির এক সাথে মিলনে অবশ্যই মাতৃ আহ্বান ও মাতৃ আরাধনার সার্থকতা। মূর্ত্তি গড়তে হয় মায়ের ধ্যানানুগ, বাহ্যিক বিলাস, ব্যসন ও বৈভবের প্রয়োজন পড়ে না। অতি বৃহৎ আকারের দেখনদারী মন্ডপ , আর্টের বিশাল দূর্গাপ্রতিমা , আর সেই মন্দিরের কোন এক কোনে একটি ছোট্ট বামনাকৃতির ধ্যানানুগ প্রতিমা এককোনে কখনও বা মন্ডপের বাইরে অন্য সাধারণ ঘরে পূজো হচ্ছে। আড়ম্বরের বাহুল্যে হারিয়ে যাচ্ছে জগৎজননী,সর্বদুখঃতাপহারীনি দেবী দূর্গার সাধনা অবশ্য সর্বত্র নয়, তবে অধিকাংশ জায়গাতেই এই অবস্থা।

এই মহাপূজার শুরুর আবহে জগৎ জননী দেবীর কাছে শ্রী শ্রী চন্ডির ভাষাতেই প্রার্থনা জানাই

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবানন্নতো

ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বত্তুমলং বলঞ্চ।

সা চন্ডিকা খিল জগৎ পরিপালনায়

নাশায় চাসুরভয়স্য মতিং করোতু।

-ভগবান সহস্রবদন, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব যাহার অনুপম প্রভাব ও শক্তি বর্ণনা করতে অক্ষম, সেই চন্ডিকা সমগ্র বিশ্ব পরিপালনের নিমিত্ত এবং আমাদের অসুরভীতি বিনাশের জন্য ইচ্ছা করুন। অসীম কৃপাপূর্বক তিনি আমাদের সর্বপ্রকার দুঃখ , দৈন্য, ক্লেশ, পাপ, তাপ, শোক দূর করুন। জীবনের সবক্ষেত্রে যেন আমরা দীপ্ত গৌরব লাভ করতে পারি।

তথ্য সূত্র-১)শ্রী শ্রী চন্ডী

২)শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত

৩)পূজা বিজ্ঞান

৪)দেবী পুরাণ।